নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

জনসংযোগ অধিশাখা

শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭

ওয়েবসাইটঃ **www.ecs.gov.bd**

“নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা”

ভূমিকা ঃ

অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সকল নির্বাচনে স্বচ্ছতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও পক্ষপাতহীনতা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন স্থানীয় পর্যবেক্ষক নিয়োগ ও মোতায়েনের জন্য এই নীতিমালা জারী করিল। এই নীতিমালা বাংলাদেশী বা স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য হইবে এবং “নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা” নামে অভিহিত হইবে।

অনুচ্ছেদ-১

সংজ্ঞা ঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই নীতিমালায় –

ক. **“কমিশন”** অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১৮ এর অধীন গঠিত **বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন**;

খ. **“নির্বাচন প্রক্রিয়া”** অর্থ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সকল দিক অর্থাৎ ভোটার রেজিস্ট্রেশন, নির্বাচনের সময়সূচি ঘোষণা, প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচনী প্রচার, ভোটগ্রহণ, ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণা এবং অভিযোগ প্রাপ্তি ও প্রক্রিয়াকরণসহ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াদি ;

গ. **“পর্যবেক্ষক”** অর্থ কোন পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রতিনিধি বা নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি; এবং

ঘ. **“পর্যবেক্ষক সংস্থা”** অর্থ কোন সংস্থা যাহা বাংলাদেশের কোন আইনের অধীনে নিবন্ধিত এবং কমিশন হইতে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য দুই বা ততোধিক সংস্থা একটি গ্রুপ কিংবা পার্টনারশীপ গঠন করিলে, ঐ গ্রুপ বা পার্টনারশীপকে একক সংস্থা হিসাবে গণ্য করা হইবে।

অনুচ্ছেদ-২

নির্বাচন পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যঃ কমিশন মূলতঃ দুইটি কারণে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের বিষয় উৎসাহিত করিয়া থাকে-

(১) সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হইয়া থাকিলে সে সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া; এবং

(২) নির্বাচনী ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত বিভিন্ন নির্বাচনী উপকরণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া যেন ভবিষ্যতে চিহ্নিত ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ সংশোধন করা যায়। নির্বাচনী পরিবেশ এবং ইহার ব্যবস্থাপনাসহ সমগ্র নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুই দেখা ও তথ্য সংগ্রহ করা নির্বাচন পর্যবেক্ষণের মূল কাজ। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার গুণগত মান ও যথার্থতা সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিকভাবে প্রতিবেদন তৈরী করিবার মধ্যেই পর্যবেক্ষণের সফলতা নিহিত।

নির্বাচন পরিচালনার বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য নির্বাচন কমিশনকে সরবরাহ করিবার জন্য স্থানীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কোন নির্বাচনের বিশেষ ফলাফলের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়; ইহা শুধুমাত্র নির্বাচনের ফলাফলের বিষয়ে সঠিক ও সততার সাথে স্বচ্ছ ও সময়ানুযায়ী রির্পোট প্রদানের সহিত সম্পৃক্ত। নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য প্রদান ছাড়াও নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের উপস্থিতি নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা সম্পর্কে ভোটারদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করিয়া থাকে।

অনুচ্ছেদ-৩

নিবন্ধন প্রক্রিয়া ঃ নির্বাচন কমিশন পর্যবেক্ষক সংস্থার নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যাদি নিম্নোক্তভাবে সম্পন্ন করিবে-

৩.১. পর্যবেক্ষক সংস্থা নিবন্ধনের জন্য দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইবে। পর্যবেক্ষণে ইচ্ছুক সংস্থাকে গণ-বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে (ফরম EO-1) আবেদনপত্র কমিশন সচিবালয়ে জমা দিতে হইবে। নির্ধারিত ফরমে বর্ণিত তথ্যাদি যথাযথভাবে পূরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট দলিলাদি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করিতে হইবে।

৩.২ গণতন্ত্র, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার লক্ষ্যে কাজ করিয়া আসিতেছে এবং যাহাদের নিবন্ধিত গঠনতন্ত্রের মধ্যে এই সকল বিষয়সহ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান বিষয়ে নাগরিকদের মধ্যে তথ্য

প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণের অঙ্গীকার রহিয়াছে কেবল সেই সকল বেসরকারী সংস্থাই নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা হইবার জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

৩.৩ নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সাথে সরাসরি জড়িত ছিলেন বা আছেন কিংবা নিবন্ধন লাভের জন্য আবেদনকৃত সময়ের মধ্যে কোন নির্বাচনে প্রার্থী হইতে আগ্রহী এইরূপ কোন ব্যক্তি যদি পর্যবেক্ষণের জন্য আবেদনকারী কোন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কিংবা পরিচালনা পর্যদের বা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হইয়া থাকেন, উহা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন তাহা হইলে উক্ত সংস্থাকে পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসাবে নিবন্ধন করা হইবে না।

৩.৪ (ক) কমিশন প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করিয়া প্রাথমিকভাবে নিবন্ধনের উপযুক্ত সংস্থাসমূহের একটি তালিকা সংশ্লিষ্ট সকলের মতামত গ্রহণ করিবার জন্য দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করিবে;

(খ) মতামত প্রদান করিবার নির্ধারিত সময়ে উত্থাপিত আপত্তির সমর্থনে উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে। অন্যথায় আপত্তি গ্রহণ করা হইবে না।

৩.৫ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর,

(ক) কোন আপত্তি পাওয়া না গেলে, আপত্তি প্রদানের তারিখ শেষ হইবার সাত কার্যদিবসের মধ্যে কমিশন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে;

(খ) কোন আপত্তি পাওয়া গেলে, ঐ আপত্তির উপর উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে কমিশনে শুনানী গ্রহণ করিবার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। তবে কোন পক্ষ অনুপস্থিত থাকিলে কমিশন একতরফাভাবে বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবে;

(গ) উল্লিখিত ক ও খ অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত আবেদনকারী ও আপত্তিকারী উভয়কে লিখিতভাবে অবহিত করা হইবে।

৩.৬ প্রতিটি সংস্থার নিবন্ধন মেয়াদ অনুমোদনের তারিখ হইতে ৫(পাঁচ) বৎসরের জন্য বহাল থাকিবে, যদি না কোন কারণে উহা তৎপূর্বেই বাতিল করা হয়।

অনুচ্ছেদ-৪

নিবন্ধন বাতিল ঃ

৪.১ নিবন্ধিত কোন পর্যবেক্ষক সংস্থার বিরুদ্ধে পর্যবেক্ষণ নীতিমালা লংঘনের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা হইবে। নিবন্ধন বাতিল প্রক্রিয়া শুরু করিবার পূর্বে কমিশন সচিবালয় পর্যবেক্ষক সংস্থাটিকে উহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়সহ একটি লিখিত নোটিশ প্রেরণ

করিবে। অভিযোগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ পাওয়ার পাঁচ দিনের মধ্যে পর্যবেক্ষক সংস্থাটি কমিশনের কাছে শুনানীর জন্য আবেদন করিতে পারিবে। কমিশনে শুনানী গ্রহণ করিবার পর অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত সাত দিনের মধ্যে লিখিতভাবে সংস্থাটিকে অবহিত করা হইবে। শুনানীতে পর্যবেক্ষক সংস্থা আইনজীবি নিয়োগ এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তথ্য-প্রমাণাদি উপস্থাপনের সুযোগ পাইবে।

৪.২ নিবন্ধিত কোন পর্যবেক্ষক সংস্থার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বা শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে জড়িত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মতামত বা প্রতিবেদনের আলোকে উক্ত সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা হইবে।

অনুচ্ছেদ-৫

পর্যবেক্ষক সংস্থার দায়িত্ব ঃ পর্যবেক্ষক সংস্থা নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করিবে -

৫.১ নির্বাচনের সময়সূচী জারী হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই সংস্থার জন্য নির্ধারিত নির্বাচনী এলাকায় মোতায়েন করিবার লক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ পর্যবেক্ষকদের তালিকা প্রস্তুত করিয়া যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট জমা দেওয়া;

৫.২ এমন একটি পর্যবেক্ষক মোতায়েন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা যাহাতে দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পূর্ণ এলাকা (যেমন-উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা/সংসদীয় এলাকা) পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয় ;

৫.৩ নিয়োগকৃত পর্যবেক্ষকদের তথ্যাবলী ফরম EO-2 তে সংরক্ষণ করা এবং প্রত্যেক পর্যবেক্ষক টীমের পর্যবেক্ষণ এলাকা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া;

৫.৪ প্রত্যেক পর্যবেক্ষককে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাহাদের কর্মদক্ষতা মনিটর করা ;

৫.৫ প্রত্যেক পর্যবেক্ষক তাহার উপর আরোপিত দায়িত্ব যাহাতে নিষ্ঠা ও দক্ষতার সহিত পালন করিতে পারেন সেইজন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা;

৫.৬ পর্যবেক্ষকগণ নীতিমালা অনুসরণ করিতেছেন কিনা তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের কার্যাবলী মনিটর করা; কোন পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে নীতিমালা ভঙ্গের অভিযোগ উত্থাপিত হইলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা তাহা দ্রুত তদন্ত করিয়া দেখিবে এবং তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে ঐ পর্যবেক্ষককে পর্যবেক্ষণ মিশন হইতে প্রত্যাহার বা বহিষ্কার করা;

৫.৭ পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি সামগ্রিক চিত্র তুলিয়া ধরিয়া EO-4 ফরমে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন পেশ করিবে। ভবিষ্যতে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা কিভাবে আরও উন্নত করা যায় তৎসম্পর্কিত সুপারিশমালা প্রতিবেদনে সংযুক্ত করিবে। তবে এই প্রতিবেদন প্রণয়ন কোনভাবেই সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষক সংস্থার নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অন্যান্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে কোন বাধা হইবে না।

অনুচ্ছেদ-৬

পর্যবেক্ষকের যোগ্যতা ঃ পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োগ লাভের জন্য একজন ব্যক্তির নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকিতে হইবে -

৬.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে;

৬.২ বয়স ২৫ (পঁচিশ) বৎসর বা তদূর্ধ্ব হইতে হইবে;

৬.৩ ন্যূনতম এস,এস,সি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইবে;

৬.৪ কোন নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য হইতে পারিবে না;

৬.৫ কোন নিবন্ধিত বা অনুমোদিত পর্যবেক্ষক সংস্থা কর্তৃক মনোনীত হইতে হইবে;

৬.৬ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ অঙ্গীকারনামা EO-3 স্বাক্ষর এবং স্থানীয় পর্যবেক্ষকদের জন্য প্রযোজ্য নীতিমালা ও নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন মানিয়া চলিতে হইবে; এবং

৬.৭ পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োজিত ব্যক্তির কোন রাজনৈতিক দল বা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন প্রার্থীর সাথে ব্যক্তিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা থাকিতে পারিবে না।

অনুচ্ছেদ-৭

পর্যবেক্ষক মোতায়েন ঃ

৭.১ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের একক ইউনিট হইবে **উপজেলা/মেট্রোপলিটন থানা অথবা সংসদীয় নির্বাচনী এলাকা** এবং ইহার ভিত্তিতেই পর্যবেক্ষক নিয়োগের মাত্রা (Scale) নির্ধারিত হইবে।

৭.২ শুধুমাত্র অনুমোদিত পর্যবেক্ষক সংস্থার পর্যবেক্ষকগণই নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন।

৭.৩ একাধিক সংস্থাকে কোন একক ইউনিটে পর্যবেক্ষণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইবে না। তবে জাতীয় সংসদের শূন্য আসনের নির্বাচন, স্থানীয় সরকার সংস্থার কোন উপনির্বাচন এবং সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত মেয়াদোত্তীর্ণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযোজ্য হইবে না।

৭.৪ প্রত্যেক পর্যবেক্ষক সংস্থা প্রতি দলে পাঁচ জন করিয়া একাধিক ভ্রাম্যমাণ পর্যবেক্ষক দল নিয়োগ করিতে পারিবে।এইভাবে গঠিত দল নির্ধারিত ইউনিটের সকল ভোট কেন্দ্রের প্রতি বুথে স্বল্প সময়ের জন্য অবস্থান ও কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবে। ভোটকেন্দ্রে বুথ ভিত্তিক কোন সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা যাইবে না।

৭.৫ প্রত্যেক পর্যবেক্ষক সংস্থা উহার নির্ধারিত ইউনিটের ভোটকেন্দ্রের ভোট গণনার কক্ষে এবং রিটার্নিং অফিসারের দপ্তরে ফলাফল একত্রীকরণের সময় একজন করিয়া পর্যবেক্ষক পাঠাইতে পারিবে।

৭.৬ ভোট গণনা এবং ফলাফল একত্রীকরণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য যাহাদের দায়িত্ব দেওয়া হইবে তাহাদের নাম ভোটগ্রহণের দিন সকালেই প্রিজাইডিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসারকে জানাইতে হইবে। ভোট গণনা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পর্যবেক্ষক ভোট গণনা কক্ষ ত্যাগ করিতে পারিবেন না। কক্ষ ত্যাগ করিলে তাহাকে পুনঃপ্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না।

৭.৭ রিটার্নিং অফিসার পর্যবেক্ষকদের তালিকা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করিবেন। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কোন পর্যবেক্ষকের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে অভিযোগ দাখিল করিলে রিটার্নিং অফিসার সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষক সংস্থাকে অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং ঐ পর্যবেক্ষককে পর্যবেক্ষণ মিশন হইতে প্রত্যাহারের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন।

৭.৮ শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশন সচিবালয় পর্যবেক্ষক পরিচিতিমূলক কার্ড প্রদান করিতে পারিবে। পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় পর্যবেক্ষক পরিচিতি কার্ড এমনভাবে ঝুলাইয়া রাখিবেন যাহাতে উহা সকলেই দেখিতে পায়।

৭.৯ প্রত্যেক পর্যবেক্ষককে নির্বাচনী আইন, বিধি-বিধান এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সম্পর্কে সম্যক অবহিত হইতে হইবে এবং নিয়োগকারী সংস্থার পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হইবার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার ব্রিফিং ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করিতে হইবে।

৭.১০ পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচন পর্যবেক্ষণের সময় অবশ্যই ভোটারের ভোট প্রদানের অধিকারের প্রতি এবং দক্ষতার সহিত নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের কাজের বিষয়ে মনোযোগী থাকিবেন। পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কোন ধরণের হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। যেখানে অবস্থান করিলে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোন বাধার সৃষ্টি হইবে না ভোটকেন্দ্রের ভিতর এমন কোন জায়গায় স্বল্প সময়ের জন্য অবস্থান করিতে পারিবেন।

৭.১১ কোন অবস্থাতেই কোন পর্যবেক্ষক ভোট প্রদানের স্থানে (marking place) প্রবেশ করিতে পারিবেন না।

৭.১২ প্রত্যেক পর্যবেক্ষক পর্যবেক্ষণ কাজে স্বার্থের সংঘাত কিংবা অন্য পর্যবেক্ষক সংস্থার পর্যবেক্ষকের অসঙ্গত আচরণ সম্পর্কে তাহার নিয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করিবেন।

৭.১৩ সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার বাসিন্দা বা ভোটার নয় এমন লোককে পর্যবেক্ষক হিসাবে মোতায়েন করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ-৮

প্রতিবেদন পেশ ঃ

ভোটগ্রহণ শেষ হইবার এক মাসের মধ্যে পর্যবেক্ষক সংস্থা পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ফরম EO-4 পূরণ করিয়া নির্বাচন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি সামগ্রিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও পেশ করিবে। ঐ প্রতিবেদনে ভবিষ্যতে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা কিভাবে আরও উন্নত করা যায় তৎসম্পর্কিত সুপারিশমালা থাকিবে। তবে এই প্রতিবেদনের কারণে সংশ্লিষ্ট সংস্থা উহার নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অন্যান্য প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণে কোনভাবেই বাধাগ্রস্ত হইবে না।

অনুচ্ছেদ -৯

পর্যবেক্ষকদের আচরণঃ পর্যবেক্ষকগণ পর্যবেক্ষণকালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অনুসরণ করিবেন -

৯.১ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠানে সহায়তা করিবার লক্ষ্যে সংবিধান, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণ;

৯.২ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাজে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকা;

৯.৩ কোন প্রকার নির্বাচনী উপকরণ স্পর্শ বা অপসারণ করা হইতে বিরত থাকা;

৯.৪ পর্যবেক্ষণ করিবার সময় কঠোর পক্ষপাতহীনতা বা নিরপেক্ষতা বজায় রাখা এবং এমন কোন আচরণ প্রদর্শন না করা যাহাতে কোন পর্যবেক্ষক কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য বা প্রার্থীর সমর্থক হিসাবে চিহ্নিত হন ;

৯.৫ নির্বাচনে প্রার্থী বা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে পরিচয় বা চিহ্ন বহনকারী কোন কিছু পরিধান, বহন অথবা প্রদর্শন করা হইতে বিরত থাকা ;

৯.৬ কোন রাজনৈতিক দল, প্রার্থী বা তাহার এজেন্ট, নির্বাচনের সাথে জড়িত কোন সংস্থা অথবা ব্যক্তির নিকট হইতে কোন উপহার গ্রহণ বা ক্রয় করিবার চেষ্টা, সুবিধা গ্রহণ বা গ্রহণে উৎসাহিত করা হইতে বিরত থাকা; এবং

৯.৭ নির্বাচন চলাকালীন সময়ে পর্যবেক্ষকগণ মিডিয়ার সম্মুখে এমন কোন মন্তব্য করিবেন না; যাহা নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ব্যাহত বা প্রভাবিত করিতে পারে।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

জনসংযোগ অধিশাখা

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

www.ecs.gov.bd

ফরম EO-1

<u>স্থানীয় পর্যবেক্ষক সংস্থা তালিকাভুক্তির আবেদন ফরম</u>

১.সংস্থার তথ্যাবলী ঃ

ক. নাম ঃ ....

খ. ঠিকানা ঃ ....

....

গ. টেলিফোন নং ঃ ....

ঘ. ই-মেইল ঃ ....

ঙ. ওয়েব সাইট ঃ ....

২. সংস্থার পক্ষে যোগাযোগকারীর ঃ

ক. নাম ও পদবী ঃ ....

খ. টেলিফোন নম্বরঃ অফিস.., বাসা...........................

গ. সেল ফোন ....

৩. ব্যবস্থাপনাঃ

ক. সভাপতি/প্রধান নির্বাহীঃ................................

খ. ট্রাস্টি বোর্ডের (যদি থাকে) নামের তালিকাঃ................................

গ. পরিচালনা পর্ষদ/কার্যনির্বাহী পরিষদ (নামের তালিকা) ঃ........................

(বিষয়সমূহের পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রদান করিতে হইবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে)

৪. নিবন্ধন ঃ

ক. নিবন্ধন বৎসর ঃ ....

খ. নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ ঃ ....
(নিবন্ধন সার্টিফিকেট সংযুক্ত করুন)

গ. নিবন্ধনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া থাকিলে নবায়ন করা হইয়াছে কিনা? ....
(নবায়নকৃত সার্টিফিকেট সংযুক্ত করুন)

৫. সংস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য (গঠনতন্ত্র সংযুক্ত করুন)ঃ ....

৬. পর্যবেক্ষণঃ

ক. কোন্ কোন্ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করিতে ইচ্ছুকঃ

খ. কোন্ সময় হইতে পর্যবেক্ষণ করিতে ইচ্ছুকঃ

গ. কোন্ এলাকায় পর্যবেক্ষণ করিতে ইচ্ছুকঃ
(জেলা/উপজেলা/থানার নাম লিখুন)

যোগাযোগকারীর স্বাক্ষর
(নাম ও পদবীসহ সীলমোহর)

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

Rbms‡hvM AwakvLv
†k‡i evsjv bMi, XvKv
www.ecs.gov.bd

ফরম EO-2

<u>স্থানীয় পর্যবেক্ষক আবেদন ফরম</u>

১. নাম ঃ ....

২. ঠিকানা ঃ ....

....

৩. শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ....

৪. জন্ম তারিখ ঃ ....

৫. টেলিফোন ঃ .... সেল ফোনঃ ....

৬. পিন নম্বর (এনআইডি)ঃ ....

৭. নিয়োগকারী পর্যবেক্ষক সংস্থাঃ ....

৮. পূর্বে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকিলে উহার নাম ও সময় ঃ ....

৯. পূর্বের নিয়োগকারী সংস্থার নামঃ ....

১০. রেফারেন্সঃ পর্যবেক্ষক সম্পর্কে তথ্যাদি প্রদানে সক্ষম এমন দুইজন সুপরিচিত ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর ঃ
(পর্যবেক্ষকের আত্মীয়, নির্বাচনের প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলের নেতা হইবেন না)

(১)

(২)

আমি এইমর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত পর্যবেক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী আমি পর্যবেক্ষক হওয়ার যোগ্য। আমি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ অঙ্গীকারনামা ফরম EO-3 পূরণ ও স্বাক্ষর করিয়া এই আবেদনের সাথে সংযুক্ত করিলাম।

তারিখঃ **আবেদনকারীর স্বাক্ষর**

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

Rbms‡hvM AwakvLv

†k‡i evsjv bMi, XvKv

www.ecs.gov.bd

ফরম EO-3

পর্যবেক্ষকের অঙ্গীকারনামা

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে-

১. আমি নির্দলীয়ভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করিব;

২. আমি আসন্ন নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশী কোন রাজনৈতিক দলের বা প্রার্থীর কর্মী নই এবং আমি নিজেও প্রার্থী নই;

৩. নির্বাচন প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণের সময় প্রার্থী, রাজনৈতিক দল এবং কোন কমিটি, আন্দোলন বা সংস্থার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন আনুকূল্য প্রদর্শন হতে বিরত থেকে আমি কঠোরভাবে নিরপেক্ষতা বজায় রাখিব। এছাড়া আমি প্রার্থী বা তাহাদের এজেন্টদের নিকট হতে যেকোন ধরণের সহায়তা বা হুমকী প্রত্যাখান করে সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করিব;

৪. নির্দলীয় পর্যবেক্ষক হিসাবে আমি নির্বাচন প্রক্রিয়ার যে সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করিতেছি সেই সকল বিষয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্ভুল ও নিরপেক্ষ তথ্যাদি আমার নিয়োগকারী সংস্থাকে প্রদান করিব;

৫. আমি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জারীকৃত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালার মর্ম অবহিত হইয়াছে। আমার দ্বারা উহার কোন লংঘন হইলে আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

স্বাক্ষর ঃ

আবেদনকারীর নাম ঃ

সংস্থার নাম ঃ

ঠিকানা ঃ

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন

Rbms‡hvM AwakvLv

†k‡ievsjv bMi, XvKv

www.ecs.gov.bd

ফরম EO-4

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন

[নির্বাচন কমিশন নির্বাচন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করিয়া অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে বদ্ধপরিকর। ভোটকেন্দ্র পর্যায়ে নির্বাচনী ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য কমিশন পর্যবেক্ষণের বিষয়টি উৎসাহিত করিয়া থাকে। সেই লক্ষ্যে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত সকল সংস্থার নিকট হইতে পর্যবেক্ষণ পরবর্তী তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন পাওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পর্যবেক্ষক সংস্থা কর্তৃক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন প্রদানের সুবিধার্থে এই EO-4 ফরম প্রণয়ন করা হইয়াছে। পর্যবেক্ষক সংস্থা উহার নিয়োজিত সকল পর্যবেক্ষকের মাধ্যমে কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। সংস্থার পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ করিবার পর কোন সুনির্দিষ্ট সুপারিশ থাকিলে তাহা নির্ধারিত স্থানে লিখিতে হইবে। অনিয়ম বা ত্রুটি সম্পর্কে কোন ঘটনা/কেন্দ্রের তালিকা প্রদানের প্রয়োজন হইলে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাইবে।]

প্রথম খন্ড ঃ

১. পর্যবেক্ষক সংস্থার নাম, ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বরঃ ....

....

২. নির্বাচনের প্রকৃতি (যে কোন একটিতে ✓ চিহ্ন দিন)ঃ

জাতীয় সংসদ □ সিটি কর্পোরেশন □ উপজেলা পরিষদ □ পৌরসভা □ ইউনিয়ন পরিষদ □ অন্যান্য □

৩. (ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাচনী এলাকার নাম ঃ ....

নম্বর (যেখানে প্রযোজ্য) ঃ ....

(খ) উপজেলা .... (গ) জেলা..

৪. (ক) দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা................. (খ) পরিদর্শিত ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা....................

৫. রিটার্নিং অফিসারের নাম, পদবী ও কর্মস্থল ঃ ....

....

দ্বিতীয় খন্ড ঃ পর্যবেক্ষণকালে নিম্নলিখিত বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্য প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করিতে হইবে ঃ

১. ভোটকেন্দ্রের উপযুক্ততা ঃ

ক. কতটি ভোটকেন্দ্র ভোটার এলাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল না ?
(কেন্দ্রের নামসহ তালিকা দিন)

খ. কতটি ভোটকেন্দ্র দোতলার উর্দ্ধে ভবনে স্থাপিত হইয়াছিল ?
(কেন্দ্রের নামসহ তালিকা দিন)

গ. কতটি ভোটকেন্দ্রে যাতায়াত সমস্যা ছিল ?
(কেন্দ্রের নামসহ তালিকা দিন)

ঘ. কতটি ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের লাইনে দাঁড়ানোর যথেষ্ট জায়গা ছিল না?
(কেন্দ্রের নামসহ তালিকা দিন)

ঙ. কতটি ভোটকেন্দ্রে পানি ও টয়লেট সুবিধা ছিল না?
(কেন্দ্রের নামসহ তালিকা দিন)

চ. কতটি কেন্দ্রে বিদ্যুৎ সুবিধা ছিল না?
(কেন্দ্রের নামসহ তালিকা দিন)

সুপারিশ ঃ ....

....

....

....

....

২. ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ঃ

ক. কতটি কেন্দ্রে প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারগণ নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন না?
(কেন্দ্রের নামসহ তালিকা দিন)

খ. কতটি কেন্দ্রে ভোটার তালিকার ছবির সাথে ভোটারের চেহারা মিলাইয়া ব্যালট পেপার দেওয়া হয় নাই?
(কেন্দ্রের নামসহ তালিকা দিন)

গ. কতটি কেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ে প্রার্থীদের এজেন্ট উপস্থিত ছিল না?
(কেন্দ্রের নামসহ তালিকা দিন)

ঘ. কতটি ভোটকেন্দ্রে বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থদের ভোটদানে সহায়তা করিবার ব্যবস্থা ছিল না?
(কেন্দ্রের নামসহ তালিকা দিন)

ঙ. কতটি কেন্দ্রে নির্ধারিত সময়ের পর অতিরিক্ত সময় ভোট গ্রহণ করিতে হইয়াছিল?
(কেন্দ্রের নামসহ তালিকা দিন)

সুপারিশ ঃ ....

....

....

....

....

৩। **ভোটকেন্দ্র ও নির্বাচনী এলাকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি** ঃ

ক. ভোটের দিনে কতটি ভোটকেন্দ্রে ভোটারগণ অবাধে যাইতে পারেন নাই?
(কেন্দ্রের নামসহ তালিকা দিন)

খ. কতটি কেন্দ্রে আইন-শৃংখলা রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতি দৃশ্যমান ছিল না ?
(কেন্দ্রের নামসহ তালিকা দিন)

গ. কতটি কেন্দ্রে শৃঙ্খলা ভঙ্গের ঘটনা ঘটিয়াছিল?
(কেন্দ্রের নামসহ তালিকা দিন)

সুপারিশ ঃ ....

....

....

....

....

৪। **ভোটকেন্দ্রে ভোট গণনা** ঃ

ক. কতটি কেন্দ্রে ভোট গণনা কক্ষে একের অধিক প্রার্থীর এজেন্ট উপস্থিত ছিলেন না?
(কেন্দ্রের নামসহ তালিকা দিন)

খ. কতটি কেন্দ্রে ভোট গণনার বিবরণী সাধারণের জ্ঞাতার্থে কেন্দ্রের নোটিশ বোর্ড বা দেওয়ালে সাঁটাইয়া/ঝুলাইয়া দেওয়া হয় নাই?
(কেন্দ্রের নামসহ তালিকা দিন)

গ. কতটি কেন্দ্রে ভোট গণনা বিবরণীর কপি/প্রতিলিপি প্রাপ্তি রসিদের বিনিময়ে প্রার্থী/এজেন্টকে দেওয়া হয় নাই?
(কেন্দ্রের নামসহ তালিকা দিন)

সুপারিশ ঃ ....

....

....

....

....

তারিখঃ **স্বাক্ষর (পূর্ণ নাম)**
স্থানঃ **পর্যবেক্ষক সংস্থার প্রধান**